আসসালামু আলাইকুম।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ,
বাজিতপুর উপজেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ,
বিভিন্ন পর্যায়ের জন-প্রতিনিধিবৃন্দ,
উপজেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষাবিদ, প্রাজ্ঞ সাংবাদিকবৃন্দ,
ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ,
সম্মানিত শিক্ষক ও প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীগণ এবং
সম্মানিত সুধীমণ্ডলী

বাজিতপুর কলেজের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনারা আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এ অঞ্চলে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান বাজিতপুর কলেজ। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর কলেজটি এদতাঞ্চালে শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। শুরু থেকে যাঁদের প্রচেষ্টায় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজকের এই পর্যায়ে এসেছে আমি তাঁদের সকলের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের রূপকার। আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের সকলকে। আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এ এলাকার গুরুজনদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি, যাঁদের অপত্য স্নেহে ও আশীর্বাদে আমি বড় হয়েছি। আপনাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করেছে। আপনারা আমার সশ্রদ্ধ সালাম গ্রহণ করুন।

সম্মানিত এলাকাবাসী,

গুরুদয়াল কলেজে ছাত্রাবস্থায় ১৯৬১ সালে রাজনীতিতে আমার হাতেখড়ি। ছাত্র থাকাকালীনই আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। এ জন্যে কারাভোগও করতে হয়েছে। সেই থেকে দীর্ঘ পাঁচ যুগেরও বেশী সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই আমার জীবন কেটেছে। আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়ে আমার অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে। আমি হাওরের সন্তান, হাওরের আলো-হাওয়ায় আমি বড় হয়েছি। জীবনের একটা বড় অংশ আমার কেটেছে এ এলাকার জনগণের সাথে মিশে। সুখে-দুঃখে আমি সবসময় আপনাদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। বঙ্গভবনে অবস্থান করলেও বাজিতপুরের আলো-বাতাস ও এখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতি আমি ঠিকই অনুভব করতে পারি।

রাজনীতি করার কারণে কিশোরগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় আমি ঘুরেছি। এখানে যারা উপস্থিত আছেন আপনাদের অনেককেই আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। অনেকের পিতা, পিতামহের সাথে আমার পরিচয় ছিল। আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে জনগণের কল্যাণে কাজ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। বঙ্গবন্ধুর আশীর্বাদে ১৯৭০-এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আমি সেসময় সর্বকনিষ্ঠ এমএনএ নির্বাচিত হয়েছিলাম। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করি। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি এবং আপনাদের সমর্থন ও ভালোবাসা নিয়ে আমি বারবার নির্বাচিত হয়েছি। আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ,

তোমারা দেশের অমিত সম্ভাবনাময় সম্পদ। তোমাদের হাতেই দেশের ভবিষ্যৎ। তোমাদের নেতৃত্ব দিতে হবে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে। তাই তোমাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে বিশ্বমানের নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। তোমরা একবিংশ শতাব্দীর বাসিন্দা। তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রতিযোগিতামূলক এ শতাব্দীতে প্রতিযোগিতা করেই তোমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা। ষড়যন্ত্রকারীদের ঘৃণ্য চক্রান্তে বঙ্গবন্ধু তা সম্পন্ন করে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁরই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ সে-লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল এখন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। তাই উন্নয়নের এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী,

উন্নয়নের জন্য স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। পক্ষান্তের, অস্থিতিশীলতা উন্নয়নকে করে বাধাগ্রস্ত । গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকবে, মতাদর্শের পার্থক্য থাকবে- এটাই স্বাভাবিক, এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে আপনারা বিভিন্ন দলের অনুসারি হতে পারেন। কিন্তু সবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। আর তা হচ্ছে দেশ ও জনগণের কল্যাণ।

জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশকে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেয়া সকলের দায়িত্ব। তাই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলীয় স্বার্থের কারণে যাতে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত না হয় সেদিকে সকলকে খেয়াল রাখতে হবে।

দুর্নীতি সমাজের জন্য এক অভিশাপ। জনসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বিড়ম্বনার সম্মুখীণ হবে এটা হতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নসহ সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে দুর্নীতি দূর করতে হবে। দুর্নীতিকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতে হবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসতে হবে। কারণ তারাই একবিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিত্ব করছে। তাই তাদেরকে পুরাতন ধ্যান-ধারনাকে বাদ দিয়ে নতুন ও সময়োপযোগী ধ্যান-ধারনায় নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হবে এবং সমাজের ওপিনিয়ন বিল্ডার হিসেবেও কাজ করতে হবে।

সম্মানিত এলাকাবাসী,

আপনারা জানেন আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আমি কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দিইনি। নীতির প্রশ্নে আপস করিনি। সব সময় এলাকার লোকজনের কথা ভেবেছি, তাদের জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছি। এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে গিয়ে অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি। আজ তাঁদের অনেকেই নেই, কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আমার হৃদয়পটে আজীবন অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আপনাদের সাথে মিলে-মিশে বাকি জীবন পার করে দিতে চাই। দেখতে চাই একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ।

আজ আপনারা আমাকে যেভাবে সম্মানিত করলেন এজন্য আমি আপনাদের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যতদিন বেঁচে থাকব, আপনাদের পাশে থাকব, দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাবো। আমার ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার কিছুই নেই, আপনাদের ভালোবাসাই আমার পরম পাওয়া। আপনারা সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন-এই কামনা করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাজিতপুর কলেজের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি
জনাব মোঃ আবদুল হামিদের ভাষণ
স্থানঃ বাজিতপুর কলেজ মাঠ
০৯ অক্টোবর ২০১৭। সময়: বেলা ২.০০ ঘটিকা।

বাজিতপুর কলেজের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি
জনাব মোঃ আবদুল হামিদের ভাষণ
স্থানঃ বাজিতপুর কলেজ মাঠ
০৯ অক্টোবর ২০১৭। সময়: বেলা ২.০০ ঘটিকা